টরোন্টোতে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে মানবতা শীর্ষক আলোচনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

টরোন্টো, ৩১ আগষ্ট, ২০০২ । বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে ঘঠমান মানবতাবিরোধী কর্মকন্ডের প্রতিবাদে টরোন্টোতে এক আলোচনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । স্কারবোরো সিভিক সেন্টারে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কথাশিল্পী ফরিদা রহমান, ইয়র্ক ইউনিভাসিটির শিক্ষক ড: হিমানী ব্যানার্জী, ভাষা সৈনিক ডা: মাহমুদ খান , লেখক আখতার হোসেন, গবেষক ও লেখক হাসান মাহমুদ, বাংলা জর্ণাল সম্পাদক ইকবাল করিম হাসনু, শিক্ষক ও সমাজসেবক মহাদেব চক্রবর্তী, শিক্ষক ড. তাজ হাসমী, উদীচি কানাডার সভাপতি আজিজুল মালিক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ সভাপতি সোনা কান্তি বড়ুয়া, মাহফুজুল বারী, ওয়াহিদ আসগর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ।

সমাবেশের সমন্বয়কারী লেখিকা ফরিদা রহমানের স্বাগত ভাষনের পর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আ স ম জিয়াউদ্দিন । প্রবন্ধে বাংলাদেশের মানবতাবিরোধী সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশেষকরে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতভেদের মানুষের উপর যে ভয়াবহ দমন -পীড়ণ চলছে তার বিশদ বর্ণনাসহ তার প্রতিকারের লক্ষ্যে কালো আইন যেমন ৫৪ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইন, দ্রুত বিচার আইন বাতিল, ৭২ র সংবিধান পুনপ্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের মধ্যমে একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৯ দফা কার্যসূচী প্রস্তাব করা হয় ।

পরবর্তীতে বক্তাগন ৯ দফা প্রস্তাব ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন । বক্তব্যে আজিজুল মালিক বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে যে ঘটনা ঘটছে, তার পিছনে তেল-গ্যাস লোভী আর্ন্তজাতিকচক্রের হাত আছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রিয়, সামাজিক, রাজনৈতিক দর্শন এ অবস্থার জন্যে দায়ী, তাই আমরা যেন মানুষের উপর বিশ্বাস না হারাই । ইকবাল করিম হাসনু বলেন, বাংলাদেশের বস্তুনিষ্ট সাংবাদিকতা প্রচন্ড হুমকীর সম্মুখিন - একে রক্ষার জন্যে দেশে বিদেশে সমস্ত মুক্তমানুষকে এগিয়ে আসতে হবে । সোনাকান্তি বড়ুয়া বাংলা সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতা বিষয়ে প্রঞ্জল ও তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন । সাহিত্যসেবী জালাল কবীর বলেন, মানবতার বিরোদ্ধে অপরাধ বন্ধের জন্যে দেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জরুরী - যা এখন নেই বললেই চলে। ড: তাজ হাসমী বাংলাদেশের নারীসমাজের উপর তার গবেষণার আলোকে বক্তব্যে রাখার সময় বলেন - নারীর শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী এবং সর্বক্ষেত্রে এরা বিরাজমান। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান করুন অবস্থার জন্যে শ্রেনী দ্বন্দকে প্রধানত দায়ী করেন ।

জনপ্রিয় উপস্থাপক আলী হায়দারের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য রাখেন সমন্বয়কারী কথাশিল্পী ফরিদা রহমান । তিনি বলেন - শত অত্যাচার করেও বাঙ্গালী জাতিকে তার মানবিক ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না, যেমন যায়নি ১৯৭১ সালে । তিনি আরো বলেন , এখনকার পরিস্থিতি ৭১ থেকেও ভয়াবহ কারন ৭১ এ শত্রু ছিল উর্দুভাষী পাকিস্থানী আর তার দোসর রাজাকার আল-বদর আল-শামস, কিন্তু এখন শত্রু আমাদের মধ্যে লুকানো, তাই আমাদের আরো বেশী সতর্ক হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে প্রচন্ড সামাজিক আন্দোলন । ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে সকলের সচেতন অবস্থানের চাপে ঘৃনিত ও পরাজিত হবে সকল অশুভ শক্তির ।
সমাবেশ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে মনিটরিং ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের সেল গঠিত হয় । সেলের সদস্যরা হলেন - ইকবাল করিম হাসনু, আ স ম জিয়াউদ্দিন, আসফাক মুনীর, ফারহানা রহমান পল্লব ও জর্জ বিন শামস ।

উদীচি কানাডার পরিবেশিত মনোমুগ্ধকর সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে এ আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে ।